# বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ২ নাবালক, উত্তেজনা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের মথুরীতে শনিবার বিকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল দুই নাবালক। আট বছর বয়সী প্রশান্ত বেরা ও পাঁচ বছর বয়সী বিট্টু বেরাকে সন্ধ্যায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেছে পরিবারের লোকেরা। মাথুরীর অধিবাসীদের থেকে জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মত দিনও স্থানীয় মাছের ফিসারী পাড়ে খেলতে গিয়েছিল এলাকার ছেলেমেয়েরা। খেলার পরে সন্ধ্যাতে বাড়িতে ফেরার সময় ফিসারীর পেতে রাখা ইলেকট্রিক লাইনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় এই দুই শিশু দুজনেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার পরে সেখানে থাকা অন্যান্য বাচ্চাদের চিৎকার শুনে বড়রা ছুটে গিয়ে এদের উদ্ধার করে। ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

# শিশু সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগে জেলার ২৫টি ব্লকের ১৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত সিডিপিও-দের নিয়ে জেলার বিভিন্ন ব্লকে অবস্থিত হোমের পরিচালনা কমিটির কার্য্য প্রণালী এবং সার্বিক শিশু সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন আইন সম্বর্কিত আলোচনা সভা জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুভারম্ভ করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (ট্রেজারি) প্রশান্ত অধিকারী। সভায় প্রশান্তবাবু বলেন, সিডিপিও-রা এতকাল আইসিডিএস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে সিডিপিও রা আইসিপিএস কাজের সাথে যুক্ত হলেন। এই সংযুক্তিকরণের কারণে এই ধারণা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সভায় আইসিডিএস জেলা প্রকল্প আধিকারিক মিঠু আচার্য্য তাঁর বক্তব্যে ঝুঁকিপূর্ণ ছেলেমেয়েদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বেশী সংবেদনশীল হয়ে যাতে কাজ করেন তার পরামর্শ দেন। জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক পূর্ণেন্দু পৌরাণিক শিশু আবাসের সিডিপিও-দের ভূমিকা কি তা বিশ্লেষণ করে বোঝান। এছাড়াও সভায় জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সারদা গিরি, আলোক বেরা, আইসিডিএস সুরক্ষা আধিকারিক সংগীতা সাউ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন।

# কাঠের সাঁকোর বেহাল দশা

**প্রদীপ মাইতি, রামনগর ঃ** রাস্তার পাশে বয়ে যাওয়া খালের উপর কাঠের সাঁকো দিয়ে প্রতিদিন গ্রাম থেকে পানিপারুল, রামনগরে কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু সাঁকোর অধিকাংশ জায়গায় কাঠই উধাও। মীরগোদা গঞ্জ থেকে পানিপারুল ও রামনগরগামী রাস্তার বোলকুশদা এবং জুকি গ্রামের মাঝে খালের উপর কাঠের সাঁকোটি বেহাল। যার জেরে স্থানীয় কয়েক হাজার বাসিন্দা প্রতিদিন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে সাঁকোর ভাঙাচোরা অংশ কাঠের পাটা দিয়ে জোড়াতালি দিয়েই কাজ চালাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই ভাঙাচোরা সাঁকো দিয়েই উত্তর বাধিকা, বোলকুশদা, নেহালিয়া, বাখারপুর, কান্ডগ্রাম, বারবাটিয়া-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা ওই রাস্তা ধরে পানিপারুল এবং রামনগরে যাচ্ছেন। পাশাপাশি জুকি, চন্দনপুর, পদ্মবাড়-সহ এলাকার কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা ওই কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে যাচ্ছেন বোলকুশদা গ্রামে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেহাল থাকা ওই সাঁকো দিয়ে পারাপার করতে ভয় লাগে। প্রশাসন সাঁকোটি মেরামতি না করায় তাঁরাই কাঠের পাটাতন দিয়ে সাঁকো কাজ চালানোর মতো করে নিয়েছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মাইতি বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটার জন্য পানিপারুল বাজারে যেতে কাঠের সাঁকো পার হতে হয়। কিন্তু সাঁকোর অধিকাংশ জায়গা খারাপ হয়ে রয়েছে। খুব ভয়ে ভয়ে সাঁকো পার হতে হয়। গাড়ি তো দূরের কথা সাইকেল, মোটরসাইকেল নিয়ে পার হওয়া খুবই আতঙ্কের ব্যাপার। এ বিষয়ে রামনগর ১ ব্লকের বিধায়ী সভাপতি নিতাই চরণ সার বলেন, শীঘ্রই সাঁকো মেরামতির কাজ শুরু হবে।

# নাবালিকা অপহরণে অভিযুক্ত বাংলাদেশী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ** মেদিনীপুর শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের পালবাড়ি এলাকার এক কিশোরীকে অপহরণ করে পাচারের অভিযোগ উঠল এক বাংলাদেশি যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত যুবকের নাম শাইনুর ইসলাম। মেদিনীপুর থানা এই ঘটনায় দুজনকে আটক তদন্ত শুরু করেছে। কিশোরীর পরিবারের আশঙ্কা, তাঁদের মেয়েকে পাচারের জন্য ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় শাইনুরের স্ত্রী থাকে। কিশোরীর পরিবার সেখানে গেছিল, তবে শাইনুরের খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিশোরীর মা বললেন, শাইনুরের বাড়িতে ফোন করা হয়েছিল। তবে ওর বউ ফোন ধরেনি। অন্য একজন ধরেছিল। সে জানিয়েছে শাইনুর বাড়ি ফিরেছে। ওর সঙ্গে একটা মেয়েও রয়েছে। পালবাড়ি এলাকার একটি বাড়িতে কয়েকমাস ধরে এক মহিলা-সহ চারজন বাংলাদেশি ভাড়া থাকত। পাইপ লাইনের কাজের জন্য তারা এসেছিল বলে স্থানীয়দের জানিয়েছিল। গত ২ জুলাই ওই কিশোরী স্কুল যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু আর ফেরেনি। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মেয়ে বাড়িতে না ফেরায় চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যায়।

সেদিন থেকেই শাইনুরকেও এলাকায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জানতে পারে, শাইনুরই ওই কিশোর অপহরণ করে পালিয়েছে। রাহুল ঢালি নামে এক বাংলাদেশি পালিয়ে যায়। বাকি দুজনকে আটক করে মেদিনীপুর থানার পুলিশ। এদের পাসপোর্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে তমলুকে গরুর দুধের চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ প্রশাসনের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ** পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক ব্লকের কৃষিদপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি এলাকায় আত্মা প্রকল্পে মৌমাছি চাষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার পর এবার এলাকায় দুধের ঘাটতি মেটানো ও তার সাথে গোবর থেকে জৈবসার প্রস্তুতি করে মাটির উর্বরতা রক্ষার জন্য এলাকার ৯০ জন কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হল বকনা বাছুর। সম্প্রতি পর্যায়ক্রমে এই বকনা বাছুরগুলি কৃষকদের হাতে প্রাণীসম্পদ দপ্তর ও কৃষিদপ্তরের যৌথসহায়তায় তুলে দেওয়া হয়। তমলুক ব্লকের ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার চঞ্চল কুমার ভৌমিক জানান, আত্মা প্রকল্প চাষিদের কাছে নতুন কিছু চাষবাস বা টেকনোলজি কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে এই আর্থিক বছরে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৯০টি দেশী প্রজাতির বকনা। বাছুর তুলে দেওয়া হল। বকনা বাছুর দেওয়ার মূলত কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত এলাকায় ক্রমশ কমছে গরুর চাষ। ফলে গরুর দুধের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে এলাকায়। সাধারণ মানুষকে প্যাকেটের দুধের ওপর বেশী নির্ভর করতে হয়। যার ফলে এলাকায় গরু চাষ বৃদ্ধি পেলে কিছুটা দুধের ঘাটতি মিটবে এলাকায়। পাশাপাশি গরুর গোবরের গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। একদিকে জ্বালানি সমস্যা মিটবে অন্যদিকে চাষের ক্ষেত্রে জৈবসার প্রস্তুতিতে গোবরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এরফলে চাষের জমিতে গোবর সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে গরু চাষের গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। আর এর জন্যই আত্মা প্রকল্পে গরু চাষের কথা আমরা ভেবেছি। গরু দেওয়ার পাশাপাশি ঐ সমস্ত গোচাষিদের পাশে সারাবছর থাকবো যে কোন সমস্যা মেটানোর জন্য। পাশাপাশি তমলুক ব্লকের প্রাণীসম্পদ আধিকারিক সঞ্জীব কুমার মাইতি জানান, গরু চাষ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গরুর দুধ থেকে গরু করে গোবর প্রতিটি ক্ষেত্রেই গোচাষিরা তা থেকে অর্থ পেয়ে থাকে। যদিও গ্রামেগঞ্জে আগের তুলনায় চাষ অনেকটাই কমে গেছে। তাই আত্মা প্রকল্পের এই উদ্যোগ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মানসিক বিকাশে দুধের কোন বিকল্প নেই। সেই কারণে দুধের ঘাটতি মেটানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে জৈবসার প্রস্তুতির জন্য গোবরসার অত্যন্ত জরুরী। বর্তমানে কৃষিজমির মাটি অনুর্বরতা কাটাতে গোবরসার একটা প্রধান উপাদান। সমস্ত চিন্তাভাবনা করেই আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি এই চাষে। সঞ্জীববাবু আরও বলেন, এই সমস্ত দেশী প্রজাতির বাছুরগুলিকে পরে কৃত্রিম প্রজনন করানোর ব্যবস্থা করা হবে। ফলে পরবর্তী সময়ে এই গরু থেকে শংকর প্রজাতির বাছুর যেমন পাওয়া যাবে। এছাড়া দেশী প্রজাতির গরুর তুলনায় দুধ উৎপাদনও বেশী করবে গোপালকেরা। তবে বর্তমান চাকরির ক্ষেত্র মন্দা থাকায় বর্তমানে তমলুক ব্লকের বেশকিছু বেকার যুবকেরা মিনি ডেয়ারি তৈরীর পরিকল্পনা করা শুরু করেছে। কয়েকজন বেকার যুবক মিলে একসাথে দশ-বারোটা গরু চাষ করে লাভের মুখ দেখতে পারেন। আর এই বিষয়ে প্রাণীসম্পদ দপ্তর থেকে উৎসাহ দেওয়াও শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে আত্মা প্রকল্পে এই গরু চাষ এই তমলুক ব্লকে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর ও ব্লক কৃষিদপ্তর।

# 'সৃজনী'-র বর্ণময় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ** মেদিনীপুর শহরের পরিচিত আবৃত্তি প্রশিক্ষণ সংস্থা 'সৃজনী'র বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল শনিবার। এদিন সন্ধ্যায় শহরের রবীন্দ্র নিলয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানান সংস্থার প্রশিক্ষিকা ইন্দ্রানী দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন জয়ন্ত সাহা, হায়দার আলি, বিদ্যুৎ পাল, প্রণব চক্রবর্তী, অমিয় পাল, তুলসী দাশগুপ্ত, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দিতা পাঠক, লক্ষ্মণ ওঝা, রোমা মন্ডল, চিত্তরঞ্জন দাস, রত্না দে, সুতনুকা মাইতি প্রমুখ সংগীত, আবৃত্তি, নাটক, সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন সংগীত গুরু জয়ন্ত সাহা। সংস্থার শতাধিক শিক্ষার্থী একক, দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তির মধ্য দিয়ে বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী শুভদীপ বোস ও স্বাগতা পান্ডে মনোমুগ্ধকরভাবে উপস্থাপন করেন 'দম্বল' শ্রুতি নাটকটি। বিশিষ্ট আবৃত্তি প্রশিক্ষক কৌস্তভ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীত শিল্পী পল্লবী চ্যাটার্জী, নৃত্যশিল্পী সোমদত্তা গিরি ও সায়ন্তিকা সাহ যৌথভাবে আবৃত্তি, নৃত্য ও সঙ্গীতের অভিনব সমন্বয়ে মনোগ্রাহীভাবে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃষ্ণকলি। বাচিক শিল্পী মোম চক্রবর্তী ও নৃত্যশিল্পী শায়েরী চক্রবর্তী যৌথভাবে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কবিতার কোলাজ উপস্থিত সবার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে সবার মন জয় করেন সৌমিতা রায় ও পল্লবী চ্যাটার্জী। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী নবনীতা বোসের পরিচালনায় পূজারিণী নৃত্যনাট্যটি যৌথভাবে উপস্থাপন করে নৃত্যবিতান ও সৃজনী-র শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানে একক আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের হৃদয় জিতলেন বিশিষ্ট শিল্পী মালবিকা পাল, শাশ্বতী দাস, পাঞ্চালী চক্রবর্তী, আগমনী কর মিশ্র প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন উদীয়মান বাচিক শিল্পী মৈথিলী ঘোষ। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংস্থার তরফে সবাইকে ধন্যবাদ জানান ইন্দ্রানী দাশগুপ্ত ও অংশুমান দাশগুপ্ত।

**নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে উল্টে গেল চিপস বোঝাই লরি। শনিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে এগরা থানার বেতার কাছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে এগরার বালিঘাই থেকে একটি চিপস বোঝাই লরি দুবদার দিকে আসছিল। বেতা ব্রীজের কাছে দুবদা-বেতা রাস্তার পাশে ওই লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে যায়। ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানা গিয়েছে। তবে লরির চালক ও খালাসি পলাতক।

# জঙ্গলমহলের পুটকা ছাতুর চাহিদা বেশি ইলিশের থেকেও

**সমীর মাহাতো, ঝাড়গ্রাম ঃ** বর্ষার মরশুমে ইলিশের স্বাদের সঙ্গে টেক্কা দিতে জঙ্গলমহলের বাজারে আসছে পুটকা ছাতু। বাজারে ভালো ইলিশের দিকে যেমন চেয়ে থাকেন অনেকেই, তেমনি সুস্বাদু পুটকা ছাতুর দিকেও নজর থাকে অনেকের, কবে মিলবে বাজারে! দেখা গিয়েছে, ইলিশের থেকেও জঙ্গলমহলে কদর বেশি এই পুটকা ছাতুর। জঙ্গলমহলবাসীরা জানিয়েছেন, সামনের সপ্তাহেই বাজারে তা মিলবে। প্রতিবছরই সবজি বাজারের একটা অংশ দখল নেয় বর্ষা মরশুমের জঙ্গলের এই ছাতু। পাশাপাশি, বছরের একটা বাড়তি রোজগারের উৎস হওয়ায়, জঙ্গলবাসীরা কেউ অবহেলা করতে চায় না। তবে এলাকার কিষাণ মান্ডিগুলি এখনও ঠিকঠাক সচল না হওয়ায় মুনাফাকারী ব্যবসায়ীরাই এই পণ্য কেনাবেচায় অধিক ফায়দা তোলেন। ঝাড়গ্রাম এলাকার এই ছাতু চলে যায় ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায়। দাম যাইহোক দু-তিন দিনের মধ্যে এই ছাতু বিক্রি করতে না পারলে তা পাকা বা বুড়ো হয়ে যায়। ঝাড়খন্ডে এই পাকা পুটকার চাহিদা প্রচুর। 'পুটকা' অর্থে ছোট। কেনার সময় অনেকেই তা কুড়কুড়ি ছাতুও বলে থাকেন। ঠিকঠাক বর্ষা নামলে, জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত জঙ্গলে এই ছাতু পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে অন্যান্য প্রজাতির মরশুমি ছাতুর চাষ আবিষ্কৃত হলেও এই পুটকার বিকল্প কিছু এখনও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। আমদানির শুরুর দিকে কিলো প্রতি দাম থাকে ১২০-১৫০ টাকা। আমদানি অধিক হলে তা কমে দাঁড়ায় ৬০-৮০ টাকায়। জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রামের রামরামা, গোবিন্দপুর, শিরশি, ভাণ্ডলা, কলাবনি, নয়াগ্রামের তপোবন, লালগড়ের লক্ষ্মণপুর, জামবনির চিঙ্কিগড়-সহ বেশিরভাগ জঙ্গলেই এই ছাতু পাওয়া যায়। বছরে এই সময়ই তা মেলে। জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের মতে, পশ্চার ইলিশ যেমন বাঙালির 'অভিজাত' খাদ্য, জঙ্গলবাসীদের কাছে পুটকা ছাতুও তাই। তবে গ্রীষ্মকালে জঙ্গলগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিলে এই ছাতুর রেণু পড়ে নষ্ট হয়। কুড়ানিরা জানাচ্ছেন, আগে মাথা পিছু ১৫-২০ কেজি ছাতু কুড়োতেন। এখন সারাদিনে ৮-৯ কেজির বেশি সংগ্রহ করা মুশকিল। কুড়ানির সংখ্যাও প্রচুর বেড়েছে। মুনাফাকারীরা জঙ্গল লাগোয়া রেলস্টেশনে তাঁবু খাটিয়ে তা ক্রয় করেন। জঙ্গলের মচাল, কাড়ানি, টিলা, বালি, পাতড়া-এইসব ছাতু পাওয়া গেলেও এই ছাতুই সবচেয়ে সুস্বাদু, চাহিদার ও লাভজনক বলে মত বিশেষজ্ঞদের। মানব বিজ্ঞানী তথা নৃতত্ত্ববিদ ড. পশুপতিপ্রসাদ মাহাতোর মতে, প্রাচীন কালে ছাতুই ছিল জঙ্গলবাসীদের প্রধান আহার। কেবল নুনটুকু জুটলেই তা পুড়িয়ে, সেদ্ধ করে খাওয়া যেত। অনাহারের সময় এই ছাতুই জঙ্গলবাসীদের মৃত্যু ঠেকিয়েছিল।



ইলিশের থেকে কদর বেশি পুটকা ছাতু (বামদিকে) নিজস্ব চিত্র